পাকিস্তানের যৌথ তদন্তকারী দলের সফর প্রসঙ্গে এনআইএ-এর ডিজি'র মিডিয়া বিবৃতি

১) আপনারা অবগত আছেন, পাকিস্তানের যৌথ তদন্তকারী দল (জেআইটি) ২৭ মার্চ, ২০১৬ ভারতে এসেছে এবং শেষ পাঁচ দিন ধরে পাঠানকোট কেস নিয়ে এনআইএ অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তাঁরা ২৯ মার্চ পাঠানকোট অপরাধের ঘটনাস্থল, যেখান দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ঢোকে, লুকিয়ে থাকে এবং সঙঘর্ষস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তাঁরা পরিদর্শন করেন যেখান থেকে লকাগার সিংয়ের গাড়ি ছিনতাই হয়, যেখানে তিনি খুন হন এবং যেখান থেকে এসপি সালবিন্দর সিংয়ের এসইউভি মাহিন্দ্রা সন্ত্রাসবাদীরা হাইজ্যাক করে। যে পথ সন্ত্রাসবাদীরা নিয়েছিল, তা-ও দেখে জেআইটি। এটা দুই দেশের গৃহীত তদন্তের আইনগত কার্যপ্রণালীর অংশ।

২) তদন্তের সময়, পাঠানকোটে জানুয়ারি ২, ২০১৬-এর অপরাধমূলক জঙ্গি আক্রমণ জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর দ্বারা সংঘটিত হওয়ার কথা জেআইটিকে জানায় এনআইএ। উল্টো দিকে, পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত তদন্তের ফলাফল এনআইএ-র সঙ্গে ভাগ করে নেয় পাকিস্তানের যৌথ তদন্তকারী দল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, এমএলআরএস, সিডিআরএস, ডিএনএ রিপোর্ট এবং অপরাধ সংগঠিত হওয়া এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করা নথির প্রত্যয়িত কপি জেআইটি-এর অনুরোধে এনআইএ তাদের দেয়। পাকিস্তানের জেআইটি ১৬ জন প্রত্যক্ষদর্শী যার মধ্যে এসপি সালবিন্দর সিং, তাঁর রাঁধুনি রাজেশ ভর্মা এবং বর্তমান আইনি বিধান অনুযায়ী কিছু সাধারণ সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছে। জেআইটি আমাদের জানিয়েছে, পাকিস্তানের বাইরে থেকে তারা কিছু গ্রহণীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, পাকিস্তানের সিআরপিসি-র ১৮৮ ধারায়, যা আইনত তারা শাস্তির ব্যাপারে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

৩) এনআইএ কিছু জেইএম-এর উর্ধ্বতম কর্মকর্তার কণ্ঠস্বর নমুনা এবং নিহত জঙ্গি নাসির হুসেন-এর মায়ের ডিএনএ নমুনা চেয়েছে। জেআইটি এছাড়াও অনুরোধ করেছে, জঙ্গিদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা বিভিন্ন নিবন্ধ যার মধ্যে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র এবং গুলি আসার কথা উল্লিখিত আছে, সেগুলি যাচাই করার জন্য। এনআইএ জেআইটি-র কাছে চার জঙ্গির পরিচয় ও ঠিকানা তুলে দিয়েছে এবং অনুরোধ করেছে জেআইটি এটি নিশ্চিত করুক। এনআইএ জেআইটি-এর কাছে উপস্থাপিত করেছে, জেইএম কর্তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যারা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছে এবং জঙ্গিদের আক্রমণকে সুগমভাবে পরিচালিত করেছে।

৪) জেআইটি-র সঙ্গে কথপোকথন হয়েছে পারস্পরিক ঐক্যমত্যের দ্বারা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে শর্ত অনুসারে। পাকিস্তানের জেআইটি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে এবং কথা দিয়েছে, তাদের দ্বারা সংগৃহীত নথি যাচাই করে দেখবে।

৫) পাকিস্তানের জেআইটিকে অবগত করা হয়েছে যে, পাঠানকোট হামলার তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এনআইএ কর্মকর্তাদের একটি দল পাকিস্তান সফর করতে চায়।

নয়াদিল্লি

এপ্রিল ১, ২০১৬